# রঙ করলে কি হাল ফিরবে!

আগামী তিন মাসের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত স্কুল-কলেজকে রঙিন করার কথা বলেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। রঙচঙে সুন্দর বিল্ডিংয়ের জন্য যেমন প্রাইভেট স্কুলে প্রচুর ছাত্রছাত্রী পড়তে যায়, তেমনই রাজ্যের প্রায় ৬৫ হাজারের বেশি স্কুল এবং ৫০০-র বেশি কলেজকে এবার রঙে সাজিয়ে তোলার কথা শিক্ষামন্ত্রী ভেবেছেন। তাঁর মতে, এতেই নাকি সরকারি স্কুল-কলেজের হাল ফিরবে। এই রঙ করার জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে, স্কুলের ক্ষেত্রে তার সংস্থান সরকারই করবে। কলেজের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ কলেজকেই ব্যয় করতে হবে। তবে সেটা ছাত্রদের কাছ থেকে আদায় করা যাবে না বলেও মন্ত্রী বলেছেন। কার্যক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট আশঙ্কা থেকে যায়।

উপরে রঙিন হলেও এ রাজ্যে শিক্ষার দশা যে বেহাল, তা কারওরই অজানা নয়। প্রতি বছর যত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী প্রাথমিকে ভর্তি হয় তার বেশিরভাগই মাধ্যমিকে পৌঁছতে পারে না। গত ২০০০ সালে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল ৩২ লক্ষ শিশু। ২০১০ সালে এদের মধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় মাত্র ৮ লক্ষ । অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরে যাওয়ার আগে ৭৫ শতাংশ শিক্ষার্থী ড্রপ আউট হয়ে যায়। এই সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। শুধু বিল্ডিংয়ে রঙের প্রলেপ দিলেই কি এই সংখ্যা কমানো যাবে?

সরকারি স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কোনও পাশ-ফেল নেই। এতে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে। সরকার পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার ২৭ বছর পর ২০১০ সালে দিল্লি থেকে প্রকাশিত অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অফ এডুকেশন রিপোর্ট (রুরাল) যে করুণ চিত্র তুলে ধরেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, এ রাজ্যে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রছাত্রীর ৬৩ শতাংশ ১ থেকে ৯ সংখ্যা চিনতে পারে না। পঞ্চম শ্রেণির ৬৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রী প্রথম শ্রেণির পাঠ্যবই পড়তে পারে না। বহু স্কুলের নিজস্ব বিল্ডিং নেই, শৌচাগারের বন্দোবস্ত নেই। ল্যাবরেটরি-লাইব্রেরির ব্যবস্থাও ঠিক মতো নেই। সবচেয়ে বড় অভাব শিক্ষকের। ক্লাসে ৭০/৮০ জন আবার কোথাও ১০০/১২০ জন ছাত্র পিছু একজন শিক্ষক আছেন। সরকারি হিসাবেই শিক্ষকের শূন্য পদের সংখ্যা ৪০ হাজার। বাস্তবে আরও অনেক বেশি।

বিগত পাঁচ বছরে রাজ্যে ৪৬টি ডিগ্রি কলেজ হয়েছে। তার ৪০টিতে অধ্যক্ষ নেই। এর সঙ্গে আছে পরিকাঠামোগত ঘাটতি। এ রাজ্যের শুধু নয়, দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগের প্র্যাকটিকাল ক্লাস নিয়মিত হচ্ছে না। কারণ স্থানাভাব। বিজ্ঞানের তিনটি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানরা সংবাদমাধ্যমেই কিছুদিন আগে এ কথা স্বীকার করেছেন। বহু আলোচিত, প্রচারের আলোয় থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোর হাল এই রকম হলে গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময়টা এখন সরকারপন্থী লুটেরাদের বসন্তকালে পরিণত হয়েছে। অনলাইন ফর্ম ফিলআপে বিপুল খরচ। আট-দশটি কলেজে আবেদন আর প্রত্যেকটির জন্য লাগে ৩০০/৪০০/৫০০ টাকা। তারপর নাম উঠলে কাউন্টারে জমা করতে হয় বিপুল পরিমাণ ফি। সামান্য জেনারেল কোর্সে ভর্তি হতে এখন ৬০০০-৮০০০ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। আর অনার্স কোর্স হলে তো কথাই নেই। পরিস্থিতি আরও অসহ্য হয়ে ওঠে যখন ভর্তির কাউন্টারগুলিতে এই লুটের পর অপেক্ষা করে থাকে সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের মাতব্বরেরা। পছন্দের বিষয়ে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার নামে সক্রিয় দালাল চক্র। তালিকায় নাম থেকেও 'অজ্ঞাত' কারণে ভর্তি আটকে যায়। তখন ছাত্রছাত্রীদের অসহায়তার সামনে ত্রাতা হয়ে আবির্ভূত হয় শাসক দলের স্বেচ্ছাসেবকরা। হস্তগত করে অরিজিনাল মার্কশিট। বিনিময়ে হাজার থেকে লক্ষ টাকা আদায় হয়ে যায়। সর্বক্ষেত্রেই এর সঙ্গে টিএমসিপি-র প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আজ প্রমাণিত। সরকারি রঙ এদের সমস্ত অপকর্মকে বৈধতা দেয়। ভিতরের এই ক্ষত আড়াল করতেই কি কলেজগুলিতে রঙের প্রলেপ দেওয়া?

স্কুল-কলেজের ভিতরের চিত্রটা বড়ই করুণ। যে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষায় সারা দেশে একসময় দ্বিতীয় স্থানে থাকত, এখন সে ৩২তম স্থানে রয়েছে। অর্থাৎ পিছনের দিক থেকে চতুর্থ। এই অবস্থায় শিক্ষার মানোন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু বিল্ডিংয়ের নতুন রঙ কি তা ঘটাতে পারবে? ভিতরের এই বেহাল দশার পরিবর্তনের জন্য সরকারকেই ব্যবস্থা নিতে হবে। আজ সরকারি নীতির কারণেই স্কুল-কলেজগুলি উঠে যাওয়ার অবস্থায়। সকলেরই অভিজ্ঞতা, পাড়ায় পাড়ায় বহু সরকারি স্কুল আজ বন্ধ হয়ে গেছে ছাত্রাভাবে। বাস্তবে সরকারি স্কুলে শিক্ষার মানের চূড়ান্ত

অবনমন ঘটিয়ে বেসরকারি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ানো হচ্ছে। স্কুলের বিল্ডিং সংস্কার জরুরি। তার চেয়েও জরুরি পর্যাপ্ত গুণমানের শিক্ষক ও পরিকাঠামো। সেদিকে সরকারের নজর আছে বলে তো মনে হয় না।